গুপী গাইন বাঘা বাইন

সত্যজিৎ রায়

গুপী–বাঘাকে একটা গম ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। চারিপাশে চোখ–জোড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য পাখির ডাক ছাড়াও দূর থেকে এক সুরেলা বাঁশির সুর ভেসে আসছে।

গুপী : কী সুন্দর দেশ দেখেছো, অ্যাঁ?

বাঘা : কি রকম ফসল হয়েছে!

গুপী : হ্যাঁ! আবার কোথায় যেন বাঁশি বাজাতেছে।

বাঘা একজন চাষীকে দেখতে পেয়ে ডাকে।

বাঘা : এই যে!

চাষী বাঘাকে দেখে।

বাঘা : এই দেশের নাম কি শুণ্ডি?

চাষী ঘাড় নাড়ে।

গুপী–বাঘা : এখানকার রাজবাড়িটা কোথায় বলতে পার?

চাষী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সে কথা না বলায় গুপী–বাঘা একটু অবাক হয়।

গুপী : বোবা না কি?

বাঘা : হাবা হাবা, চলো।

দুজনে এগিয়ে যায়।

শুণ্ডির বাজার। নানা পসরার দোকান ছাড়াও আছে নাগোর দোলা ইত্যাদি। লোকে লোকারণ্য, কিন্তু একজনেরও মুখে কথা নেই। গুপী–বাঘা অবাক হয়ে ভীড় ঠেলে ঘুরে ঘুরে সব দেখে তারপর একজন বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করে–

বাঘা : এখানকার রাজবাড়িটা কোথায় বলতে পার?

গুপী : রাজবাড়ি, রাজবাড়ি।

সে লোকটাও বোবা। কিন্তু বাঘার কথা বুঝতে পেরে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। বাজার ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ওদের দেখতে পেয়ে দুটো বাচ্চা ছেলে তালি দিতে দিতে এগিয়ে আসে। সঙ্গের লোকটি বাঘাকে ইশারায় জানায়, বাচ্চা দু'টি

ঢোলের বাজনা শুনতে চায়। বাঘা ঢোল বাজায়। বাচ্চা দু'টি আনন্দে তালি দিতে থাকে – কিন্তু কোনো কথা বলে না।

একটা টিপির উপর উঠে লোকটি গুপী-বাঘাকে শুণ্ডির রাজবাড়ি দেখায়।

গুপী : বাঃ!

বাঘা : কী সুন্দর!

গুপী : আচ্ছা, ওইখানেই বুঝি গানের বাজি হবে?

বয়স্ক লোকটি হেসে মাথা নাড়ে, তারপর তার থলে থেকে দু'টো আপল বের করে গুপী-বাঘার দিকে এগিয়ে ধরে।

গুপী : না, না আমরা অনেক খেয়েছি। আমাদের প্যাটে খিদা নাই।

বাঘা : আমাদের ট্যাঁকে পয়সা নাই। গরিব তো!

লোকটি ইশারায় জানায় যে সে পয়সা চায় না।

বাঘা : এমনি দিচ্ছে?

লোকটি মাথা নাড়ে। বাঘা একগাল হেসে আপেল দুটি নিয়ে নেয়।

গুপী : তুমি বড় ভালো লোক।

বাঘা : বড় দয়ালু। তোমরা কথা বলনা বুঝি?

গুপী : বোবা?

লোকটি গম্ভীর হয়ে যায়, তার চোখ ছল ছল করে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বিদায় নেয়।

বাঘা : চলো যাওয়া যাক্।

গুপী : কিন্তু যদি ঢুকতে না দেয়?

বাঘা : এসো না । অত ভয় কিসের?

দুজনে রাজবাড়ির দিকে রওনা দেয়। শুণ্ডি রাজার বিশাল দরবার। রাজামশাই এখনো অনুপস্থিত, তাই গানের বাজিও শুরু হয়নি। ওস্তাদেরা যে যার জায়গায় বসে গলা সাধছে। একটা খালি জায়গা দেখে গুপী–বাঘা সেখানে গিয়ে বসে। বাজিয়েরা নিজেদের বাজনা ঠিক করে নেয়। দেখাদেখি বাঘাও তার সামনে রাখা ঢোলে একবার চাঁটি মেরে দেখে নেয়।

* * *

হাল্লা রাজ্য। মন্ত্রীর ঘর। গুপ্তচর বিদায় নেয়, এবং তার জায়গায় জাদুকর বরফি তার হাতের যাদু দণ্ডটি নাড়াতে নাড়াতে আর নাচতে নাচাতে এসে মন্ত্রীর সামনে দাঁড়ায়।

মন্ত্রী : এবার তোমার ওই তিড়িং বিড়িং বন্ধ কর। ওখানে বসো। কথা আছে।

বরফি তার হাতের যাদু দণ্ডটি ঘুরিয়ে শূন্য থেকে একটা বসার চৌকি হাজির করে। সেটায় বসতে গিয়ে আসনশুদ্ধু ভেঙে পড়ে।

মন্ত্রী : বাঃ!

বরফি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার দণ্ডটি সেই ভাঙা চৌকিটাকে এক ঘা মেরে সেটাকে

অদৃশ্য করে, তারপর এক বিশাল সাদা ব্লক উপস্থিত করে সেটায় বসে।

মন্ত্রী : তোমার যাদুর যা বহর দেখছি, তা তোমার মেয়াদ কদ্দিন?

বরফি তিন আঙুল দেখায়।

মন্ত্রী : তিন দিন?

বরফি মাথা নাড়ে। মন্ত্রী চিন্তিত।

মন্ত্রী : ও বাবা। তাহলে তো আর সময় নেই। যা কিছু এরই মধ্যে শেষ করতে হবে। শোনো বরফি, শুণ্ডিরাজ্য দখল করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। একেবারে হাতের কাছে পাকা ফল– শুধু পেড়ে নিলেই হল।

বরফির মুখে হাসি – সে একদৃষ্টে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে।

মন্ত্রী : কিন্তু প্রজারা যদি তোমার মতো বোবা হয়, সে রাজ্য চালানো যায় কি? তারা যা চায়, সেটা যদি না বলে সেটা পাবার পথ বন্ধ করা যায় কি? তাহলে এবার তুমি তোমার বদ্যিগিরিটা দেখাও দিকিনি। বেশ কড়া করে একটা ওষুধ তৈরি করো, যাতে এক ধাক্কায় সব ব্যাটারা একসঙ্গে কথা বলে ওঠে।

বরফি মাথা নেড়ে পকেট থেকে এক বিশাল গোটানো ওষুধের ফর্দ বের করে। ফর্দের তালিকায় বোবার ওষুধ দেখতে পেয়ে সে দন্তবিকশিত করে মন্ত্রীর দিকে তাকায়।

মন্ত্রী : পারবে?

বরফি ঘাড় নাড়ে।

মন্ত্রী : কালকের মধ্যে চাই কিন্তু!

বরফি হেসে আবার মাথা নাড়ে। এবার মন্ত্রীর মুখেও হাসি দেখা দেয়।

মন্ত্রী : বেশ। চলো–রাজামশাইয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা সেরে আসা যাক্, অ্যাঁ?

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। হাল্লা রাজার ঘর।

রাজা আপন মনে গুনগুন করতে করতে সাদা কাগজ কেটে পাখি তৈরি করছে। দেখেই মনে হয় অত্যন্ত সরল ও নিরীহ লোক। নেপথ্যে দরজার তালা খোলার আওয়াজ শুনে

রাজা সেদিকে তাকায়।

মন্ত্রী ও জাদুকর বরফি প্রবেশ করে। মন্ত্রীর গলায় ছেলে-ভোলানো সুর।

মন্ত্রী : পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। হেঁঃ! তোমাকে যে এবার একটু সিংহাসনে বসতে হবে বাবা।

রাজা : কেন?

মন্ত্রী : হেঁ হেঁ। শুধু শুধু বসে বসে খেলা করলে লোকেরা যে ছ্যা ছ্যা করবে, সেটা কি ভালো হবে? আজ বাদে কাল যুদ্ধ হবে।

রাজা : (বিস্মিত) যুদ্ধ?

মন্ত্রী : হুঁ। খুব বড় যুদ্ধ। নইলে রাজ্য বাড়বে কি করে বলত? অস্ত্র-শস্ত্র যে সব মর্চে ধরে যাবে।

রাজা : কে যুদ্ধ করবে?

মন্ত্রী : এই দ্যাখো। আবার খোকা-খোকা কথা বলে। দু'দিন ভালো করে যুদ্ধ করে নাও, তারপর তোমার ছুটি।

শিশু সুলভ রাজার দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রাজা : ছুটি!

মন্ত্রী : হ্যাঁ! তোমার ছুটি! এবার হাঁ কর, হাঁ কর – হাঁ করে খেয়ে ফেল!

রাজা বাধ্য ছেলের মতো হাঁ করে। মন্ত্রী তাকে বরফির দেওয়া ওষুধ খাইয়ে দেয়–

মন্ত্রী : এবার শুয়ে পড় তো –

রাজার চোখ বন্ধ হয়ে আসে – তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর দেখতে দেখতে তার চেহারায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে– ঝুলন্ত গোঁফ-দাঁড়ি পাকিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে। চোখ খুলতেই তার দৃষ্টিতে আসে ক্রুরতা। সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফোঁস করে উঠে বসে– তার পর হাতের সাদা কাগজের তৈরি পাখিটা এক টানে ছিঁড়ে–

রাজা : যুদ্ধ।

মন্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে রাজা একলাফে উঠে পড়ে।

* * *

শুন্ডি রাজার দরবার। রাজা মশাই প্রবেশ করতেই সকলে উঠে দাঁড়ায়। রাজা সকলকে বসতে বলে নিজে সিংহাসনে বসেন, তারপর ঘন্টা বাজান।

শুরু হয়ে যায় গানের বাজি। ওস্তাদেরা বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে পর পর শোনাতে থাকেন–খেয়াল, কীর্তন, ধ্রুপদ, ঠুংরি ইত্যাদি। অবশেষে শুরু হয় এক অত্যন্ত ঢিমো লয়ে খেয়াল। গুপী–বাঘার দৃষ্টি চলে যায় রাজার দিকে–তিনি ঘুমে ঢলে পড়েছেন, মৃদু মৃদু নাকও ডাকছেন রাজার এই হাল দেখে ওস্তাদ, যিনি গাইছিলেন, তাঁর গান থামান। তাতেও রাজার ঘুম না ভাঙায় বাঘা ঢোলে সজোরে এক চাঁটি মারে। রাজা হকচকিয়ে উঠে পড়েন, তারপর লজ্জায় জিভ কেটে ঘন্টা বাজিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে গুপী–বাঘা উঠে পড়ে গান ধরে–

গুপী : মহারাজ–তোমারে সেলাম।
সেলাম । সেলাম।

বাঘা : সেলাম।

গুপী : মোরা বাংলাদেশের থেকে
এলাম।
মোরা সাদা সিধা
মাটির মানুষ
দেশে দেশে যাই।
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন
আর ভাষা জানা নাই–
মহারাজ।

বাঘা : রাজামশাই।

রাজা এবং অন্যান্য ওস্তাদেরা অবাক হয়ে গুপী–বাঘার গান শোনেন–

গুপী : তবে জানা আছে ভাষা অন্য

তোমারে শুনায়ে ধন্য
এসেছি তাহারি জন্য
রাজা –
মহারাজ!
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান–
রাজা শোনো ভরে
মন প্রাণ–

গুপীর গানে রাজা দুলে ওঠেন। গানের তালে তিনি এপাশ–ওপাশ দুলতে থাকেন–মুখে তৃপ্তির হাসি। অন্যান্য ওস্তাদেরও সেই একই অবস্থা।

গুপী : এ যে সুরেরই ভাষা,
ছন্দেরই ভাষা,
তালেরই ভাষা
আনন্দেরই ভাষা!
ভাষা এমন কথা বলে
বোঝেরে সকলে
উঁচা–নীচা,
ছোট–বড় সমান, রাজা–
উঁচা–নীচা, ছোট–বড় সমান–
মোরা এই ভাষাতেই
করি গান!
করি গান–
মহারাজা –
তোমারে সেলাম।

জেনে রাখো

বাঁশি বাজতেছে	–	বাঁশি বাজছে (গ্রাম্য কথ্য ভাষা)
প্যাটে খিদা	–	পেটে খিদে (গ্রাম্য কথ্য ভাষা)
বিশাল সাদা ব্লক	–	বসার জন্য উঁচু চৌকা আসন
বদ্যিগিরি	–	ডাক্তারি করা, কবিরাজী করা

তোমাদের পাঠে ওপরের চিত্রনাট্যটি বড় নাটকের ছোট একটি অংশ।

পাঠ পরিচয়

দুটি রাজ্য। শুন্ডি ও হাল্লা। তার দুই রাজা।

ভূতের রাজার আশীর্বাদ প্রাপ্ত দুটি ছেলে গুপী গাইন ও বাঘা বাইন। গুপী গাইন–যার গান শুনে কেবল মানুষই নয় বনের পশু পাখিও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। বাঘা বাইন – যার ঢোলের আওয়াজ শুনে রাজা–প্রজা, পশু–পাখি, সবাই যে যার জায়গায় স্তব্ধ হয়ে যায়।

গুপী ও বাঘা শুন্ডি রাজ্যে প্রবেশ করে। রাজা, রানী ও তাদের পরিবারের অনুপস্থিতিতে শুন্ডি রাজ্যে এক অদ্ভুত রোগ ছড়িয়ে পড়ে তাতে রাজ্যবাসীরা কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তারা সবাই খুব অতিথিপরায়ণ। গুপী বাঘা শুন্ডি রাজ্যে আসে গানের বাজির আসরে গান গাইতে।

পাশে অপর একটি রাজ্য–হাল্লা রাজ্য। এই রাজ্যে রাজা আছেন, আছেন মন্ত্রী ও জাদুকর বরফি। তারা দুষ্টু লোক। রাজাকে যাদুকর ওষুধ খাইয়ে তাঁর মনটাকে সরল, নিরীহ শিশু করে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখেছে। মন্ত্রি ও যাদুকর শুন্ডি রাজ্য আক্রমণ করার শলা–পরামর্শ করে। শুন্ডি রাজ্যের বোবা প্রজাদের নিয়ে রাজ্য চালানো যায় না তাই কথা বলানোর জন্য মন্ত্রি যাদুকর বরফিকে বিশেষ ওষুধও তৈরি করার কথা বলে। রাজাকে উত্তেজক ওষুধ খাওয়ায়। যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে। ভাই শুন্ডি রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি নেয়।

গুপী ও বাঘা শুন্ডি রাজার গানের আসরে উপস্থিত হয়। গান ও বাজনায় সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। রাজা খুশি হয়ে তাঁর রাজ্যে তাদের সসম্মানে আশ্রয় দেন।

আসরে তাদের গানটি ভালো করে পড়ো। গুপী বাঘা তাদের মাতৃভাষায় গান করে। মাতৃভাষায় কথা বলার মতো আনন্দ জগতের সব আনন্দকে ম্লান করে দেয়। বিশেষ করে বাংলাভাষা। এর অগাধ ঐশ্বর্য। এই ভাষা তোমার আমার সবার গর্ব। গুপী জানায় মাতৃভাষা ছাড়া তারা অন্য ভাষা জানে না। তবে, আর একটি ভাষা তারা জানে তা সংগীতের ভাষা, গানের ভাষা, সুরের ভাষা। সুর যদি তার ছন্দ, তাল সহযোগে মধুর হয়ে ওঠে তবে সেখানে ভাষা গৌণ হয়ে পড়ে। সেই সুরের ভাষা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। মন-প্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে। তাই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে ভিন্ন ভাষাভাষীর ওস্তাদরাও গুপীর গানে মেতে ওঠেন। সেখানে ভাষা কোন বাধা হয়ে ওঠে না।

পাঠবোধ

1. ''কিন্তু প্রজারা যদি তোমার মতো বোবা হয়, সে রাজ্য চালানো যায় কি? তারা যা চায়, সেটা যদি না বলে, সেটা পাবার পথ বন্ধ করা যায় কি? তাহলে এবার তোমার বদ্যিগিরিটা দেখাও দিকিনি। বেশ কড়া করে একটা ওষুধ তৈরি করো, যাতে এক ধাক্কায় সব ব্যাটারা একসঙ্গে কথা বলে ওঠে।''

   ওপরের পাঠটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

   ক. ওপরের পাঠের কথাগুলি কে বলেছে?

   খ. কোথাকার প্রজারা বোবা?

   গ. কে বদ্যিগিরি দেখাবে? নাম লেখো।

   ঘ. কাকে এবং কেন ওষুধ তৈরি করতে বলল?

উত্তর দাও

2. নাটকের প্রথমে গুপী বাঘা কোন রাজ্যে প্রবেশ করে? তারা কেন সেই রাজ্যে আসে?
3. 'তোমরা বড় ভালো লোক' কথাটি কে বলেছে? কাদের বলেছে? কেন ভালো লোক বলল? লেখো।
4. রাজা মশাইয়ের অনুপস্থিতিতে শুন্ডি রাজার বিশাল দরবারে গানের আসরের বর্ণনা পাঠ অবলম্বনে লেখো।

5. বন্ধ ঘরে হাল্লার রাজা কী করছিল?
6. হাল্লার রাজাকে ওষুধ খাওয়ানোর পর তার চেহারা ও স্বভাবের যে পরিবর্তন হোল তা পাঠ অবলম্বনে নিজের ভাষায় লেখো।
7. শুন্ডির রাজা সভায় গুপী যে গান গাইল সেই গানের প্রথম চার লাইন লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. যে শব্দগুলি বিশেষণ সেগুলি সেই বাক্যের পাশে লেখো

সুন্দর দেশ............	পাকা ফল............
সুরেলা বাঁশি...........	কড়া ওষুধ.............
আমরা গরীব..........	ওস্তাদেরা অবাক.........
লাল আপেল..........	দয়ালু রাজা............

2. সন্ধি করো

লোক + অরণ্য	সিংহ্ + আসন
অতি + অন্ত	লোক + আলয়

3. বিপরীত শব্দ লেখো

দৃশ্য	গরিব
উপস্থিত	সুখ
বাচ্চা	হাসি

করতে পারো

1. তোমরা বন্ধুরা মিলে নাটকটি স্কুলে বা পাড়ায় অভিনয় করতে পারো।
2. গুপীর গাওয়া গানটির সুর ক্যাসেট বা সি.ডি.র মাধ্যমে শুনে যারা গাইতে পারো তারা শিখে নাও।